দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভুয়া কলেজ

◻ নিপা চৌধুরী

সদ্য এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভুয়া কলেজ। তাই এইচএসসিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজের কোড নম্বর ও 'ইআইআইএন' দেখে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করতে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য এসব কলেজ বর্নিল ব্যানার-ফেস্টুন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। ভুয়া কলেজের খপ্পড়ে পড়ে প্রতারণা থেকে রক্ষা করতেই ফল প্রকাশের পরপরই শিক্ষার্থীদের সতর্ক করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো।

কোড নম্বর ও ইআইআইএন দেখে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা বোর্ড নয়টি ভুয়া কলেজ চিহ্নিত করেছে। কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে। এসব কলেজগুলো ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) জাল করে বিভিন্ন কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (এইচএসসি) অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার কথা বলে ভর্তি করাচ্ছে। বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। আর এই টাকার সিংহভাগ শিক্ষা বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দিয়ে তাদের সহযোগিতায় এ ধরনের জালিয়াতি নির্বিধায় চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীরা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হয়ে এইচএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। এইচএসসির ফল প্রকাশের পর দেখা যায় তারা পুনরায় খারাপ ফল করছে। এসব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে জিপিএ-৩ প্রাপ্ত বা জিপিএ-২ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা। যারা মেধাতালিকার প্রতিযোগিতায় নামিদামি কলেজে ভর্তি হতে পারে না। তাদের শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ায় এসব কলেজ। তবে এসব কলেজের পক্ষ থেকে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রচার করা হচ্ছে কলেজে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে। হোস্টেল সুবিধা এবং একসেট বইসহ ফ্রি অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হবে।

জানা গেছে, বোর্ডের নাম ভাঙিয়ে টিসি জাল করে বাছাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার অভিযোগ তদন্ত করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবার ৯টি কলেজকে চিহ্নিত করেছে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিসি জালিয়াতি করে রাজধানীর সিটি রয়েল

পৃঃ ১৫ কঃ ১

প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে গড়ে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

কলেজ এবার ১৪ জন ফেল-করা শিক্ষার্থী ভর্তি, ঢাকা মডেল কলেজ ৬১ জন, মিরপুরের রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরি কলেজ ১ জন, ঢাকার মেট্রোপলিস কলেজ ১ জন, ওরিয়েন্টাল কলেজ ২ জন, ঢাকার সোনার বাংলা কলেজ ১ জন, মিরপুরের হারুন মোল্লা কলেজ ১৪ জন, টাঙ্গাইলের আবু আব্বাস কলেজ ১ জন, জামালপুরের এসএমসি আদর্শ কলেজ ১১ জন এবং সরকারি কবি নজরুল কলেজ ১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে এসব কলেজ কর্তৃপক্ষকে শো-কজ নোটিশ দিয়েছে বোর্ড।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, সারাদেশে অনুমোদনহীন অসংখ্য কলেজ গড়ে উঠেছে। এ ধরনের কলেজের নেই কোন কোড নম্বর। নেই 'ইআইআইএন' বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর। এখন থেকে কলেজের অনুমোদনের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। যাদের বোর্ডের অনুমোদন থাকবে তাদেরই কেবল 'ইআইআইএন' দেয়া হবে। আর কলেজের সঠিক খোঁজখবর নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে হবে। তিনি জানান, সিটি রয়েল কলেজ, ঢাকা মডেল কলেজ এবং এসএমসি আদর্শ কলেজের বিরুদ্ধে অনিয়ম পাওয়া গেছে। এসব কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হবেই।

এদিকে পত্রিকার পাতায় কিংবা কলেজের সামনে অথবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে নানা প্রলোভন দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। এসএসসিতে যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের টার্গেট করেই মানহীন কলেজগুলোতে মেধাবী শিক্ষার্থী টানতে চটকদার বিজ্ঞাপনে বলছে, তাদের কলেজে কম্পিউটারাইজড ক্লাস রুম, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, দক্ষ শিক্ষক দ্বারা ক্লাসে পাঠদান, স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা, আধুনিক ছাত্রছাত্রী আবাসন, আবাসিক হোস্টেলে রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে এইসব কলেজে সবমিলে চারটি কম্পিউটারও পাওয়া যায় না। এসব কলেজে নেই পর্যাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক। নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, প্রয়োজনীয় ক্লাস রুম। পরবর্তীতে এসব কলেজে এইচএসসিতে ভাল ফলও কেউ করছে না। কোনো কলেজ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তারা সাধারণ ফল করছে। কয়েকটি বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, কাকরাইলের প্রিমিয়ার কলেজে শিক্ষা উপকরণ কলেজ থেকে সরবরাহ করা হবে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের জন্য রয়েছে স্কলারশিপ। মালিবাগ চৌধুরী পাড়ার ফিউচার কমার্স কলেজের ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এটি আইসিটি বেইজড দেশের একমাত্র কলেজ। এ কলেজে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের ফ্রি পড়ার সুযোগ রয়েছে। স্ট্যামফোর্ড কলেজে প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটারাইজড হ্যান্ডনোট দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রাইভেট পড়তে হয় না। ডক্টর মালিকা (বিশ্ববিদ্যালয়) কলেজে পাচ্ছেন জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের ভর্তি, হোস্টেল এবং টিউশন ফ্রির সুবিধার কথা বলা হয়েছে। ঢাকা বিজ্ঞান কলেজের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলেজের নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে পড়া শেষ করা হয়।

এ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ বলেন, কোনো চটকদার বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তি হওয়া ঠিক হবে না। এসএসসির রেজাল্টের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে। তিনি বলেন, অনেকে সুযোগসুবিধার কথা বলে শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে। এ ধরনের সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কলেজের কোড নম্বর ও 'ইআইআইএন' দেখে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হবার পরামর্শ দেন তিনি।

গত ১২ মে থেকে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়া শেষ হবে আগামী ৬ জুন। সব কলেজে ১৭ জুন একযোগে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা করতে হবে। বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ভিভি করার শেষ তারিখ ১৬ জুন। আর ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই।